কোটচাঁদপুরে কেমিষ্টস এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ কেমিষ্টস এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্টিত হয়েছে। বুধবার স্থানীয় বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্সে এ সভা করা হয়।

সভাপতিত্ব বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার সভাপতি সোহরাব হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের ওষুধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক নোহান হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হক, বাংলাদেশ কেমিষ্টস এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালক আক্তারুজ্জামান আক্তার, সংগঠনের ঝিনাইদহের সভাপতি রফিকুল ইসলাম সোম,সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান ঝন্টু।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেমিষ্টস এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার সিনিয়র সহসভাপতি মালিক তবিবুর রহমান,সংগঠনের উপদেষ্টা ও হাসান ফার্মেসির মালিক কাজী হাসানুজ্জামান, জুনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক ইউসুফ আলী মিলন,সিনিয়র সদস্য হুমায়ূন কবির, বোরহান কবির (ইমন)। সভায় প্রধান অতিথি এন্টিবায়োটিক খাওয়া ও বিক্রির উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এন্টিবায়োটিক যদি কোন রোগী ডোজ সম্পূর্ণ না করেন,সে ক্ষেত্রে শুধু ও রোগীর শরীরে না,আপনার শরীরেও তা রেজিষ্ট্রেন হয়ে যাবে। তখন সামান্য রোগেও আমরা মারা যেতে পারি।

তিনি বলেন, এ কারনে ঔষুধ বিক্রির সময় এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া নকল ও ভেজাল ঔষুধ বিক্রির ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় এ উপজেলার ৪ শতাধিক ওষুধের ফার্মসিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ কেমিষ্টস এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতি কোটচাঁদপুর শাখার সহসভাপতি হাসানুজ্জামান(ডাবলু)।

প্রতিমাশিল্পীর শৈল্পিক ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠছেন প্রতিমা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শারদোৎসব কড়া নাড়ছে বাঙালিদের দরজায়। আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এরই মধ্যে প্রতিমালয়ে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায় পূর্ণরূপ পাচ্ছেন দৃষ্টিনন্দন সব প্রতিমা।

উৎসবের পূর্ণতা পায় যাদের হাতে, সেই প্রতিমাশিল্পীরদের এখন সময় কাটছে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে।

দক্ষ প্রতিমা কারিগররা দিন-রাত পুজা মন্ডপে নিরলসভাবে কাজ করেই চলেছেন। এসব শিল্পীদের হাতের শৈল্পিক ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠছেন প্রতিমা।

মায়ের প্রতিমা গড়তে গিয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই এসব কারিগরদের। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর মহিষাসুর সঙ্গে দেবীর বাহন সিংহ এখন হয়ে উঠেছেন জীবন্ত।

মেহেরপুর জেলায় এবছর ৩৮ টি পুজা মন্ডপ তৈরী হয়েছে।

আগামি ২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শোনার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মালম্বী ভক্তকূল।

শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসের ওপর ঝরে পড়া শিউলি কুড়ানোর সময়টায় মাতৃবন্দনায় মিলিত হবেন হিন্দু ধর্মালম্বী ভক্তকুল।

তাই উৎসবের পূর্ণতা পায় যাদের হাতে, সেইসব প্রতিমাশিল্পীর এখন কাটছে ব্যস্ত সময়। প্রতিমাশিল্পীদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যায় মেহেরপুর শহরের কালীমন্দির, গাংনী শহরের কালীমন্দিরসহ জেলার বিভিন্ন পুজা মন্ডপে গিয়ে। প্রতিমাশিল্পী তৈরি করা হয়েছে দুর্গার কাঠামো।

সহযোগীরা ব্যস্ত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রতিমা গড়তে। ব্যস্ততার এ চিত্র চোখে পড়ে নগরের সব প্রতিমালয়ে।

মেহেরপুর বিভিন্ন এলাকায় ৩৮ টি প্রতিমালয় রয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর শহরের কালী মন্দির, হরিসভা, হালদারপাড়া সার্বজনীন পুজা মন্ডপ, বামনপাড়া পুজা মন্ডপ, গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজা মন্ডপ, চৌগাছা দাসপাড়া পুজা মন্ডপ, গাংনী দাসপাড়া পুজা মন্ডপ, আমতৈল পুজামন্ডপ, মানিকদিয়া পুজা মন্ডপ, সিমুলতলা পুজা মন্ডপ, বেতবাড়িয়া, বাওট, বামন্দী ষোলটাকা, চেংগাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় একটি করে প্রতিমালয় আছে।

পঞ্জিকা অনুসারে, ১ অক্টোবর ষষ্ঠী তিথিতে শারদীয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। ২ অক্টোবর সপ্তমী, ৩ অক্টোবর মহাঅষ্টমী, ৪ অক্টোবর মহানবমী ও ৫ অক্টোবর বিজয়া দশমী।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

এসময় মাদক উদ্ধার ও মারামারির ঘটনায় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে গ্রাম্য সালিশে একজনকে নির্যাতন ঘটনায় ৩ মাতব্বর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীর বানিয়াপুকুর গ্রামে চুরির অপবাদে গ্রাম্য সালিশে বিচার করে জুবায়ের হোসেন (৪০) নামের একজনকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করা হয়েছে এবং এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার জুবায়ের হোসেন ষোলটাকা গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে। আহত জুবায়ের হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুবায়ের বাদী হয়ে ৮জনকে নামীয় ও আরো ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে গাংনী থানায় মামলা করে। গাংনী থানা পুলিশ গ্রাম্য মাতব্বর শরিয়তসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য দুজন আসামী হচ্ছেন- শহিদুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম বিদ্যুত। তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আহত জুবায়ের হোসেন জানান, তিনি সোমবার রাতে বানিয়াপুকুর গ্রামের পাশে নিজ পুকুর পাড়ে মাছ পাহারা করছিলেন। এসময় গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে আলাল, আচেল উদ্দীনের ছেলে রবিউল ও মোজাফের ছেলে আজাম্মেল ওই জুবায়ের হোসেনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে জুবায়ের হোসেনের দুই পা হাত ও পিঠে জখম হয়। পরে তারা জুবায়েরকে প্রাইমারী স্কুলের একটি কক্ষে আটক রাখে।

মঙ্গলবার সকালে হেমায়েতপুর ক্যাম্প পুলিশের উপস্থিাতিতে সালিশ বৈঠকের ডাক দেয়া হয়। সালিশে জুবায়েরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ৩০০ টাকা মুল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুচলেকা নেয়া হয়। সেই সাথে এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মারাত্মক আহত জুবায়েরকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

বানিয়াপুকুর গ্রামের প্রধান মাতব্বর শরিয়ত জানান, গ্রামের লোকজন জুবায়েরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে বিচার সালিশ বসিয়েছে তাই সামাজিক ভাবে তার বিচার করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারে আদায়কৃত টাকা কী কাজে ব্যবহার করা হবে জানতে চাইলে তিনি সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও জানান তিনি। সালিশীতে একলাখ টাকা জরিমানা করতে পারে কি না? এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

ষোলটাকা গ্রামের সাবেক মেম্বর ময়নাল হক জানান, তিনিসহ ষোলটাকা গ্রামের লোকজন জুবায়েরকে নিতে এসেছিলাম কিন্তু বানিয়াপুকুর গ্রামের সমাজপতিরা জুবায়েরকে না দিয়ে জরিমানা করেছে এবং মুচলেকা লিখে নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকার পরও কিভাবে সালিশের নামে মারধর করে তা বোধগম্য নয়। সমাজপতিরা যে মোটা টাকা জরিমানা করেছে তা সম্পুর্ণ অবৈধ।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, জুবায়ের হোসেনের দায়ের করা মামলাটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ইতোমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। আসামীদেরকে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য আসামীদেরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

মেহেরপুরের গাংনী – কাথুলী সড়কের চৌগাছা এতিমখানার সন্নিকটে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুজন আলী (২৫) নামের এক টাইল্স মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত সুজন আলী গাংনীর চৌগাছা হলপাড়ার রতন আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, টাইল্স মিস্ত্রি সুজন আলী নিজ বাড়ি চৌগাছা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে সাহারবাটি যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সময় সে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটর সাইকেলের

মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। দুমড়ে মুচড়ে যায় তার মোটরসাইকেলটি দুটি। পথচারীরা সুজনকে উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে মোটর সাইকেল দুটি জব্দ করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে আটক অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুই সহযোগী স্বাীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে আদালতে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের খাসকামরায় হাজির করা হলে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি সাইফুল আলম জানান, বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের খাসকামরায় হাজির করা হলে তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। পরে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের জেলা হাজতে প্রেরণ করেন।

এর আগে সোমবার অনলাইন জুয়ার মাষ্টারমাইন্ড কোমরপুর গ্রামের মধু হালদারের ছেলে প্রসেনজিৎ হালদার (২৫) ও চা বিক্রেতা নজরুল ইসলামের ছেলে সুমন আলী (২৪) কে গ্রেফতার করেছে। পরে মোস্তাফিজুর রহমান সুমন নামের আরো এক এজেন্টকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছে থেকে দুটি সিম ও নগদ দুই লাখ এক হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদারের দুটি সাইট সাইট আছে। এই সাইট দুটি চালান সুমন আলী। দুটি সাইটের একটিতে

প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ লাখ টকা এবং অপরটি থেকে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয়ে থাকে।

সাইট দুটির মালিক এলাকার অনলাইন জুয়ার মাষ্টার মাইন্ড প্রসেনজিৎ হালদার। এছাড়া তাদের সাথে আরো কয়েকজন জুয়াড়ি যুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন এই দুই জুয়াড়ি।

মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ সবজির মাঠে তামাকের বীজতলা

‘সবজির থেকে কি তামাকের পুষ্টিগুণ (অর্থনৈতিক বিবেচনায়) বেশি? এমন প্রশ্ন যদি কিছু লোভী চাষীদের করেন তাহলে উত্তর আসবে হ্যাঁ। আর এসকল চাষীদের আরো প্রলোভন দিয়ে প্রণোদনার মাধ্যমে সবজির জমিতে তামাক চাষ করিয়ে নিচ্ছেন তামাক কোম্পানীগুলো।

সবজির ভান্ডার খ্যাত মেহেরপুর জেলার বিস্তীর্ণ সব্জীর মাঠে এখন চলছে তামাকের বীজতলা প্রস্তুতের কাজ। মেহেরপুর জেলা জুড়ে এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই তামাক চাষের। মাঠের পর মাঠ এখন ছেয়ে গেছে মাদকের সিঁড়ি তামাকের বীজতলাতে। অথচ আজ থেকে ১০ বছর আগেও এ চিত্র দেখা যেত না।

অথচ তামাক চাষে জমির উর্বরতা কমে, চাষীদের শারিরীক ক্ষতির পরিমাণ কোন অবস্থায় যায় তার কোন হিসেবে তারা বোঝে না।

স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের নাকের ডগায় এগুলো করলেও তারা রয়েছে দর্শকের ভূমিকায়। আর প্রশাসনের নির্লিপ্ততাই বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ও জাপান টোব্যাকো কোম্পানি চাষিদের বীজ, সার বিষ ও কীটনাশক লোন দিয়ে তামাক চাষে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন।

কৃষি বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় জেলা থেকে দিন দিন অর্থকারী ফসল চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কৃষকরা। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্য শষ্য উৎপাদন।

কৃষকরা বলছেন বেশি লাভের বাড়তি আশার সঙ্গে বাজারজাতের নিশ্চয়তায় তামাক চাষ করছেন চাষিরা। জেনে শুনে বিষ চাষের এই চিত্র শুধু মেহেরপুর জেলাতে নয়। মেহেরপুর জেলার পাশাপাশি কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গাতেও, প্রতি বছরে বাড়ছে তামাকের চাষ।
সচেতন মহলের মতে তামাক চাষের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ না থাকায় কৃষকদের মাঝে সচেতনতার বালাই নেই। এই চাষ বন্ধে এখনই কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারলে আগামী দিনে খাদ্য শষ্য ভান্ডার খ্যাত জেলা মেহেরপুর থেকে শাকসব্জী ও খাদ্য শষ্য উৎপাদন কমে যাবে।

জেলার কৃষকদের উৎপাদিত ধান, আলুসহ কৃষি ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় তারা হতাশা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিনামূল্যে তামাকের বীজ কৃষকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তামাকের কোম্পানির প্রতিনিধিরা।

মেহেরপুর জেলাতে জাপান টোব্যাকো ও বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির অগ্রিম ঋণে সার ও নগদ অর্থ দিয়ে থাকেন এবং ক্রয়ের শতভাগ নিশ্চিয়তা দেয়।

সরজমিনে দেখা গেছে, সদর উপজেলার মনোহরপুর, উজুলপুর. গাঁড়াবাড়িয়া, কাথুলি, সহগোলপুর, কালিগাংনী, নওপাড়া, মাইলমারি, ধলা.গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা, ভাটপাড়া, সাহারবাটি, ধর্মচাকী, ভোমরদহ, ভরাট, দূর্লভপুর এলাকার বিস্তীর্ণ সব্জী ফসলের ক্ষেতের সমারোহ। অথচ, এই সব্জী ক্ষেতের সাথেই চলছে তামাকের বীজতলার কাজ।সব্জী ক্ষেতের মাঝেই উকি দিচ্ছে বিষাক্ত নিকোটিনের বীষবাস্প।

তামাক চাষে সরকারিভাবে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও জেলা জুড়ে কৃষকরা নিচ্ছেন তামাক চাষের প্রস্তুতি। তামাক চাষেরে এই আগ্রাসনের প্রস্তুতি চলছে গোটা জেলা জুড়েই।

মোনাহারপুর গ্রামের তামাক চাষী নওশাদ বলেন, আমি ১০ কাঠা জমিতে তামাকের বীজতলা তৈরী করছি। এই ১০ কাঠা জমির বীজতলা থেকে ১০০ বিঘা জমিতে তামাক লাগানো যাবে।

উজুলপুর গ্রামের রাজিবুল ইসলাম বলেন, সারা বছর তো শস্যের আবাদ করি। দামের বেলায় পুঁজি বাঁচানোর চিন্তায় থাকতে হয়। অথচ, তামাক চাষের মধ্যে ওই টেনশন নেই। কোম্পানি থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। আবার নিশ্চিত লাভও হয়।

কুলবাড়িয়া গ্রামের তামাক চাষী সোহেল রানা জানান, অন্যান্য ফসলের থেকে তামাক চাষে লাভ বেশি তাই করি। এবছরও করছি।
তামাক চাষে ক্ষতি হয়। তারপরেও কৃষকরা এই আবাদে ঝুঁকছেন। আমরা তামাক কোম্পানি থেকে লোন সুবিধার পাশাপাশি বীজ ও সার পাচ্ছি।বাজারজাত নিয়েও চিন্তা থাকে না।

হিসেব মতে, মেহেরপুর জেলায় প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়ে থাকে। তবে, তামাক আবাদের ব্যাপারে কৃষি বিভাগের কাছে এই চাষের কোনো তথ্য থাকেনা। তাদের পক্ষ থেকে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা থাকলেও তারা সেটা করেনা।
গতকাল মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে জেলা সদরের গ্রামে এলাকায় দেখা যায় জমির উপরে নেট ও চারপাশে নেট দিয়ে ঘীরে তামাক ক্ষেতের বীজতলা তৈরী করছেন।

বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর প্রতিনিধি মাহাত্বা উদ্দীন কৃষকদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন।

তামাকের বেড তৈরীর আগে কিভাবে সেচ প্রদান করতে হয় সেটা শিক্ষা দিচ্ছেন। এলাকার কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন তামাকের বীজতলা তৈরীতে। তাদের তামাক বীজ তলা তৈরীর নীবিড় পরিচর্যা দেখে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে তামাক আবাদের উৎসব শুরু হয়েছে।
তামাক কোম্পানীর সুপারভাইজার ও কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত তামাক চাষীদের খোঁজ খবর রেখে সহযোগীতা করে আসছেন বলে জানালেন চাষীরা।

জেলা সদরের উজুলপুর, মনোহরপুর, গাংনী উপজেলার সহগলপুর, গাড়াবাড়ীয়া, কাথুলী, ধলা, সাহারবাটি, নওপাড়া, ভাটপাড়াসব এলাকার ফসলি মাঠে যেমন সবজী আবাদ হয় তেমনি সবজীর চেয়ে এখন তামাক চাষ বেশী হচ্ছে বলে জানালেন কালিগাংনীর কৃষক ছুরমান আলী।

এলাকাবাসির অভিযোগ, তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে পড়ে চলতি মৌসুমে বোরো, গম, ভুট্টা সহ অন্যান্য রবিশষ্য আবাদ কমিয়ে দিয়ে তামাক চাষের প্রতি ঝুঁকেছেন চাষিরা।

তামাক কোম্পানিগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় জেলাতে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সচেতন মহল জানায়। বিনা মূল্যে বীজ, বিনা সুদে ঋণ সার ও নগদ অর্থসহ তামাক ক্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে কৃষকদের।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় গৃহবধূ সীমাকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে সীমা খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধুকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
নিহত সীমা খাতুন মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের মরহুম আব্বাস আলীর মেয়ে।

জানা গেছে, প্রায় দশ বছর আগে কলাইডাঙ্গা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে কাওসার আলীর সঙ্গে সীমা খাতুন এর বিয়ে হয়। ১৩ দিন আগে কাউসার দম্পতি পিতা-মাতার সাথে পৃথক হয়। গত সোমবার সীমা খাতুনের বাবার বাড়ির লোকজন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। এ নিয়ে সীমা ও কাওসারের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় । পরে সীমা খাতুন বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে। মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে পথিমধ্যে সীমা খাতুন মৃত্যুবরণ করে।

নিহতের মা কমেলা খাতুন অভিযোগ তুলে বলেন, বিয়ের পর থেকেই আমার জামাই ও মেয়ের শাশুড়ি বিভিন্ন সময়ে টাকা পয়সার জন্য মেয়েকে মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করতো। এ পর্যন্ত আমি জামাইকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছি। তারপরও আমি মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম না। তিনি হত্যার অভিযোগ তুলে বলেন, আমার জামাই ও বিয়ান মিলে আমার মেয়েকে জোর করে বিষপান করিয়ে হত্যা করেছে।

এ ব্যাপারে নিহতের স্বামী কাউসারের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

বারাদি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মফিজুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন করে ময়না তদন্তের জন্য লাশ থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় ১৫ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি উদ্বোধন

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ ” এই শ্লোগানকে গানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দেওয়া খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ০৪ টি ডিলারের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অনলাইনকৃত ২৪২৭ জন কার্ডধারী হতদরিদ্রদের মাঝে স্বল্পমূল্যে ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্য শস্য (চাউল) বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গাংপাড়ায়। এসময় চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, মানবতার জননী হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি হতদরিদ্র মানুষের পাশে সবসময় থেকেছেন। সারাবিশ্ব যখন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, তখন বাংলাদেশে কোন সংকট নেই। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ২০১৬ সাল থেকে চালু রয়েছে। দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে মানবিক প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫০ লাখ মানুষকে ১৫ টাকা কেজি দরে ভর্তুকির মাধ্যমে চাল দিচ্ছেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইকরামুল হক,যুবলীগ নেতা রিংকু,মোশারেফ হোসেন মুছা সহ নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় জেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান প্রার্থীর মতবিনিময়

আসন্ন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে নির্বাচনি মতবিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের আওয়ামীলীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মনজু।

আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার, উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক নজির আহম্মেদ, যুগ্নসাধারন সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, মখলেছুর রহমান রিপন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক, আঃ লীগ নেতা শহিদুল সর্দ্দার, ইদ্রিস আলি, আব্দুল বারি, আমির হোসেন, দর্শনা পৌর কাউন্সিলার সাব্বির হোসেন মিকা, পৌর কাউন্সিলর বিল্লাল হোসেন, শ্রমিক লীগ নেতা শহিদ বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান, যুবলীগ নেতা এসএম মহাসিন আলী, শরীফুজ্জামান শরীফ, বখতিয়ার খলজি বকুল, মন্টু, হাতেম আলী, ঝন্টু, ইঞ্জিঃ তছিম উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপির সকল সদস্যসহ আঃ লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।